



34780 - শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখা কি মাকরুহ; যমেনটি কোন কোন আলমে বলতে থাকেন?

প্রশ্ন

রযমানরে পর শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখাকে আপনি কি দৃষ্টিতে দেখেন? ইমাম মালকেরে মুয়াত্তা গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম মালকে বনি আনাস রযমানরে ঈদরে পর ছয় রোযার ব্যাপারে বলছেন যে, তিনি ইলম ও ফকিহধারী কোন ব্যক্তিকে পাননি যিনি এই রোযাগুলো রাখতেন। এবং তার কাছে কোন সালাফ থেকে এই মরম্বে কোন বর্ণনা পৌঁছনো। আলমেরা এটাকে মাকরুহ মনে করতেন এবং বদিআত হওয়ার আশংকা করতেন এবং অন্যকছুকে রযমানরে অধিকৃত করার আশংকা করতেন। এ কথা মুয়াত্তার প্রথম খণ্ড ২২৮নং এ রয়েছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি রযমান মাসে রোযা রাখল, এর অনুবর্তীতে শাওয়াল মাসেও ছয়দিন রোযা রাখল— সে যেন গোট্টা বছর রোযা রাখল।” [মুসনাদে আহমাদ (৫/৪১৭), সহিহ মুসলিম (২/৮২২), সুনানে আবু দাউদ (২৪৩৩) ও সুনানে তরিমযি (১১৬৪)]

এটি সহিহ হাদিস; যা প্রমাণ করে যে, শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সুন্নত। ইমাম শাফয়ি, ইমাম আহমাদ ও একদল আলমে ও ইমাম এর উপর আমল করছেন। এই হাদিসেরে বিপরীতে কোন কোন আলমে যে কারণগুলো উল্লেখ করে এই রোযাগুলো রাখাকে মাকরুহ বলেনে সসেব সঠিক নয়। যমেন— সাধারণ মানুষ মনে করে বসবে যে, এগুলো রযমানরে রোযা, কথিবা কটে এ রোযাগুলোকে ফরয রোযা ধারণা করার আশংকা, কথিবা তাঁর কাছে এমন কোন তথ্য পৌঁছনো যি, পূর্ববর্তী কোন আলমে এ রোযাগুলো রেখেছেন; ইত্যাদি অনুমান সহিহ সুন্নাহর মকোবলি করতে পারে না। আর যিনি জিনেছেন তিনি যিনি জানেন না তার উপর হুজ্জত (প্রমাণ)।

আল্লাহ তাওফিক দনি।